ভূমিকা

রহস্য ও অলৌকিকের ওপর আমাদের আকর্ষণ চিরন্তন। মানুষ রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে চিরদিন নিজের জীবনকে বাজি পর্যন্ত রেখেছে। যে কোন রহস্য মানুষের মনে কৌতূহল সঞ্চার করে। যতক্ষণ না রহস্যের সমাধান হচ্ছে, সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বিভিন্ন রকমের রহস্যের সমাধানের জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা আজও মানুষ করে চলেছে। সে জীবনের ক্ষেত্রে হোক, আর বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রে হোক।

অলৌকিক বিষয়েও এই কথাগুলো খাটে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর ভর করে সে আসল সত্য অনুসন্ধান করে চলে। এই বইতে লিপিবদ্ধ আছে সেইরকম তিনটি ঘটনা। বইটি পড়ে যদি আপনার ভালো লাগে, তখনি হবে আমার লেখার সার্থকতা। সব বয়সের পাঠকরা বইটি পড়তে পারেন।

শংকর চ্যাটার্জী

সূ চি প ত্র

রহস্যময় মনাস্ট্রি ১১
মানুষ খেকো বাড়ি ৮৯
কুয়াশার মাঝে ১২০

রহস্যময় মনাস্ট্রি

নীল আকাশের উঁচু থেকে একটা বড়ো চক্কর কেটে ইন্ডিগোর নীল-সাদা বিমানটা বাগডোগরার শক্ত মাটি স্পর্শ করল। সিট বেল্ট পরে জানলার পাশে বসেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের সিআইডি অফিসার রাজীব চৌধুরী। মেদহীন লম্বাটে ফরসা চেহারা। শরীরটা সৈনিক সুলভ। কালচে বড়ো বড়ো চোখ দুটোতে নিস্পৃহতার ভাব। বয়স ত্রিশ। অবিবাহিত। কিন্তু রাজীব জানে, তার ওপর এক মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার এই গ্যাংটক অভিযান সম্পূর্ণ রহস্যের মোড়কে ঢাকা। সিকিম পুলিশও এক বিন্দু কিছু জানে না। সে এসেছে, গত দু-মাস আগে এখানে কলকাতা থেকে আসা দু-জনে পর্যটকের খোঁজে। যারা এখানে এসেছিল এমন একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রির খোঁজে। যার নাম ইতিহাসের পাতায় থাকলেও বর্তমানে তার চিহ্নমাত্র নেই। বহু যুগ আগে মনাস্ট্রিটা ধ্বংস হয়ে যায় বজ্রপাতের ফলে। দু-জনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরতাজা যুবক। সেই ধ্বংসাবশেষের খোঁজে এখানে এসেছিল। আসার দিন সাতেক পর্যন্ত তারা বাড়ির সঙ্গে ও যোগাযোগ রেখেছিল। তারপরেই ওরা নীরব হয়ে যায়। মোবাইল ট্র্যাকে ফেলেও কোনো সুরাহা হয়নি। ওদের মতো ফোনগুলোও নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে

গিয়েছিল। রাজ্য সরকার, সিকিম প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। দিন পনেরো অনুসন্ধান করে সিকিম পুলিশ তাদের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে দেয়। ছেলে দু-জন ছিল, দীপক রায় ও অতনু বাগচী। দু-জনেই লিমো মনাস্ট্রি ইতিহাস জানতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। কেন আগ্রহী হয়ে পড়েছিল? সে-কথা জানা যায়নি। কলেজের প্রিন্সিপ্যালও বলতে পারেনি। তারা শুধু অনুমতি চেয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটির। দশ দিন ছুটি তাদের মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু আজ দু-মাস অতিক্রান্ত। দীপক ও অতনুর বাড়ির লোকেরা লালবাজারে মিসিং ডায়েরি লজ করে। ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক মনে হয়েছিল পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিদের। তারা সিকিম পুলিশের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে সিআইডি দপ্তরের ঝানু ও চৌকস অফিসার রাজীবের ডাক পড়ে। কেননা খোঁজ খবর বা তদন্ত করতে হবে খুব গোপনে। সিকিম পুলিশ যদি জানতে পারে, এখনও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে হাল ছাড়েনি, তাহলে অপমানিত বোধ করবে। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা চাইবে না, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে অন্য রাজ্যের পুলিশ অনুসন্ধান চালাক। কারণ এরা খুবই ধর্মভীরু প্রকৃতির। এখানে আসার আগে লিমো মনা ১১১১ নিয়ে রাজীবকে বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছে। এমনকী দীপকদের বাড়ি গিয়ে বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মের ওপর রচিত বই ও উদ্ধার করে। তাছাড়া দীপকের হাতে লেখা কিছু নোটও সে পায়।

গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু যাবার পথে এই লিমো মনাস্ট্রি। মনাস্ট্রি বলতে ইট-পাথরে ভরা এক ধ্বংসস্তূপ। এই মনাস্ট্রি স্থাপিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃষ্টি ঝরা রাত্রে, মুহুর্মুহু বাজ পড়ার ফলে উঁচু মনাস্ট্রিটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে নাগেশ্বর রাজার কুপিত হবার কারণে, এই ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে যতবার এই মনাস্ট্রি নতুন তৈরি করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে ততবারই কোনো না কোনো অঘটন নেমে এসেছে মনাস্ট্রি জুড়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর লামারা শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেয় নাগেশ্বর বুদ্ধ নাগেশ্বর রাজা নিজেই ইচ্ছুক নয় মনাস্ট্রির পুনরা নির্মাণ। সেই থেকেই পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা মনাস্ট্রি

ভৌতিক চেহারা নিয়েছে।

তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্ম তথা বজ্রযানের একাধিক বুদ্ধের মধ্যে অন্যতম হলেন বুদ্ধ নাগেশ্বর রাজা। কিছু জায়গায় এঁকে নাগরাজাও বলা হয়। ইনি বজ্রযানীদের পূজিত ইষ্টদেবতাদের অন্যতম। নাগেশ্বর রাজার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে এঁর শরীরের রং নীল আর মুখের রং সাদা। দুটি হাত থাকে বুকের কাছে একটি মুদ্রায়। এই মুদ্রার মানে হল, উনি সাধারণ মানুষকে পৃথিবীর কঠিনতম জীবন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন শান্তির জগতে।

রাজীব বাস্তবে ফিরে আসে। যাত্রীরা নামার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ও নিজের রুকস্যাকটা নিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোল। পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে বিমান। গাড়ি বলা ছিল। লাগেজ নিয়ে ও বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এল। ঝলমল করছে রোদ। নভেম্বেরের প্রথম সপ্তাহ। গাড়িতে বসে ও পাতলা জ্যাকেটটা গায়ে চড়াল। কিছুটা যাবার পর ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রংপো ক্রস করল। সুদক্ষ হাতে ড্রাইভার সুইফ ডিজায়ার গাড়িটা চালাচ্ছে। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ওদের গাড়ি পাক খেতে খেতে ওপরে উঠছে। আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ।

ফোনটা চালু করে দপ্তরে ওর পৌঁছোবার সংবাদটা জানিয়ে দিল। বড়কর্তা, আরেকবার সাবধানবাণী মনে করাল, যা করবে অতি সন্তর্পণে বা গোপনে। রাজীব পর্যটক হিসেবেই হোটেলে রুম বুক করেছে। দেখা যাক হারানো ছেলে দুটোর সন্ধান পাওয়া যায় কি না? এতদিন নিরুদ্দেশ থাকা নিয়ে তার মনেও একটা অশুভ ইঙ্গিত। আদৌ ওরা বেঁচে আছে কি না, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। বেঁচে থাকলে ওরা আগেই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করত। তাছাড়া ওদের কাছে বেশি টাকাপয়সা নেই। এই প্রশ্নগুলো রাজীবকে ভাবাচ্ছে। সিকিম পুলিশ ওই ধ্বংসাবশেষ থেকে কোনো মৃতদেহও উদ্ধার করতে পারেনি। গ্যাংটকে এসে ওরা স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেছিল। তারপর এই দু-মাস কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল জলজ্যান্ত দু-জন ইয়ং ছেলে?

রাজীব ওর মনোনীত হোটেলে এসে পৌঁছোল। হঠাৎ ওর মাথায়